"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন অবিনাশী বৈদ্য, যিনি একটি মহামন্ত্র দ্বারাই তোমাদের সব দুঃখ দূর করে দেন"

*প্রশ্নঃ - মায়া তোমাদের মধ্যে কেন বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং কি কারণে?

*উত্তরঃ - ১) কেননা তোমরা হলে মায়ার সবচেয়ে বড় গ্রাহক । মায়ার গ্রাহক কমে যেতে শুরু করলেই সে বিঘ্ন সৃষ্টি করে । ২) যখন অবিনাশী বৈদ্য তোমাদের ওষুধ দেন, তখন মায়া রূপী রোগ উথলে ওঠে, সেইজন্য বিঘ্ন এলে ভয় পেও না। "মন্মনাভব" মন্ত্রের দ্বারাই মায়া দূরে সরে যাবে।

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বসে বোঝান, মানুষ 'মনের শান্তি, মনের শান্তি' বলে হয়রান হয়ে যায় । রোজ বলেও থাকে ওম্ শান্তি । কিন্তু এর অর্থ না জানার কারণে শান্তি চাইতেই থাকে । বলেও থাকে আই এম আত্মা, আই এম সাইলেন্স (আমি আত্মা শান্ত এবং সাইলেন্স বা অন্তর্মুখী)। আমাদের স্বধর্মই হলো সাইলেন্স । তবে স্বধর্মই যখন শান্তি, তখন কেন শান্তি চেয়ে থাকে? অর্থ না বোঝার কারণেই চাইতে থাকে । তোমরা বুঝেছো এটা হলো রাবণ রাজ্য । কিন্তু ওরা তো (লৌকিকের) বুঝতেই চায় না রাবণ সম্পূর্ণ দুনিয়াতে প্রধান আর বিশেষ করে ভারতের শত্রু । এইজন্যই রাবণকে জ্বালাতেই থাকে । এমন কোনো মানুষ আছে, যাকে প্রতিবছর জ্বালিয়ে আসছে? একে তো জন্ম-জন্মান্তর, কল্প-কল্পান্তর ধরে জ্বালিয়ে আসছে । কেননা এ হলো তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ৫ বিকারের জালে সবাই ফেঁসে আছে । জন্মই হয় ভ্রষ্টাচারের দ্বারা, সুতরাং এটা তো রাবণ রাজ্য । এই সময় অগাধ দুঃখ । এর নিমিত্ত কে? রাবণ, এটা কারও জানা নেই দুঃখ কিসের কারণে হচ্ছে । রাজ্যটাই রাবণের । সবচেয়ে বড় শত্রু তো এই । প্রতি বছর তার কুশপুত্তলিকা তৈরি করে জ্বালিয়ে দেয় । প্রতি বছরই এর উচ্চতা বৃদ্ধি পেতেই থাকে, দুঃখও বৃদ্ধি পেতে থাকে । এতো বড় বড় সাধু, সন্ত, মহাত্মা ইত্যাদিরা আছে কিন্তু তাদের একজনও কেউ জানেনা যে, রাবণ-ই আমাদের শত্রু, যাকে আমরা প্রতি বছর জ্বালিয়ে আসছি, তারপর খুশির উৎসব পালন করে থাকে । ওরা ভাবে রাবণ মরেছে আর আমরা লঙ্কার মালিক হতে পেরেছি । কিন্তু মালিক হয় না । কত পয়সা খরচ করে । বাবা বলেন, তোমাদের অগুনতি টাকা পয়সা দিয়েছিলাম, সেসব কোথায় হারিয়েছো? দশহরা উপলক্ষে লক্ষ টাকা খরচ করে । রাবণকে মেরে আবার লঙ্কা লুট করে (বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়) । কিছুই জানেনা, কেন রাবণকে জ্বালানো হয় । এই সময় সবাই এর বিকারের জালে আটকে পড়ে আছে । অর্ধকল্প ধরে রাবণকে জ্বালিয়ে আসছে, কেননা তারা দুঃখী । তারা এটাও জানে রাবণের রাজ্যে আমরা খুব দুঃখী। এটা জানা নেই যে, সত্যযুগে ৫ বিকার থাকেনা । রাবণ জ্বালানো ইত্যাদি হয়না । ওদের জিজ্ঞাসা করো কবে থেকে এসব পালন করে আসছো? বলবে অনাদিকাল ধরে হয়ে আসছে । রাখিবন্ধন কবে থেকে শুরু হয়েছিল? বলবে অনাদিকাল ধরে হয়ে আসছে । সুতরাং এসব বিষয় বোঝার আছে, তাইনা । মানুষের বুদ্ধি কি হয়ে গেছে । না জানোয়ার, না মানুষ, কোনও কাজের নয় । স্বর্গ কি তা একদমই জানেনা । ভাবে - এই দুনিয়া ভগবান তৈরি করেছেন । দুঃখে তবুও ভগবানকে স্মরণ করে বলে - হে ভগবান, এই দুঃখ থেকে মুক্ত করো । কিন্তু কলিযুগে তো সুখী হওয়া সম্ভব নয় । দুঃখ তো অবশ্যই ভোগ করতে হবে । সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতেই হবে । নতুন দুনিয়া থেকে পুরানো দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত সমস্ত রহস্য বাবা এসে বুঝিয়ে বলেন । বাচ্চাদের কাছে এসে বলেন সমস্ত দুঃখের ওষুধ একটাই । তিনি অবিনাশী বৈদ্য, তাইনা । ২১ জন্মের জন্য সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন । লৌকিক বৈদ্যরা তো নিজেরাই রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে । ইনি হলেন অবিনাশী বৈদ্য । তোমরা এটা বুঝেছো যে - দুঃখ যেমন অগাধ সুখও তেমনি অগাধ । বাবা অগাধ সুখ প্রদান করেন । ওখানে (সত্য যুগে) দুঃখের চিহ্ন পর্যন্ত নেই । সুখী হওয়ারই ওষুধ । শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র সতোপ্রধান হয়ে যাবে, সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে । তারপর শুধুই সুখ আর সুখ । গাওয়াও হয় - বাবা দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী । অর্ধকল্পের জন্য তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। তোমরা শুধু নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো ।

আত্মা আর জীব এই দুইয়েরই খেলা । নিরাকার আত্মা অবিনাশী, আর সাকার শরীর বিনাশী - এরই খেলা চলে । এখন বাবা বলেন, দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ভুলে যাও । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও এমনটাই ভাবো যে, আমাকে এবার ফিরে যেতে হবে । পতিত তো যেতে পারবে না সেইজন্য মামেকম্ স্মরণ করো, তবেই সতোপ্রধান হয়ে যাবে। বাবার কাছে ওষুধ আছে না ! বাবা এও বলেছেন, মায়া অবশ্যই বিঘ্ন সৃষ্টি করবে । তোমরা হলে রাবণের গ্রাহক, তাইনা ! মায়ার গ্রাহক চলে যাবে এরজন্য তো মায়া অবশ্যই মরিয়া হয়ে উঠবে । সুতরাং বাবা বোঝান, এ হলো ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন, কোনও ওষুধ নয় । ওষুধ হলো স্মরণের যাত্রা । এই একটা ওষুধ দ্বারাই তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে, যদি আমাকে নিরন্তর স্মরণ

করার পুরুষার্থ করো। ভক্তি মার্গে এমন অসংখ্য মানুষ আছে, যাদের মুখ চলতেই থাকে । কেউ না কেউ রাম মন্ত্র জপ করতেই থাকে, তারা গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র পেয়েছে, এতোবার জপ তোমাদের করতেই হবে । ওদের বলা হয় রাম নাম জপকারী। একে বলে রাম নামের দান । এইরকম অসংখ্য সংস্থা তৈরি হয়েছে । রাম-রাম জপ করতে থাকলে লড়াই, ঝগড়া করতে পারবে না, ব্যস্ত থাকবে । কেউ কিছু বললেও রেসপন্স করবে না। খুব অল্প সংখ্যকই এমন করে থাকে । এখানে বাবা বুঝিয়েছেন, মুখে রাম-রাম করার প্রয়োজন নেই । এ হলো অজপা জপ, নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করে যাও । বাবা বলেন, আমি রাম নই । রাম তো ত্রেতা যুগে ছিল, যার রাজত্ব ছিল, তাকে জপ করার প্রয়োজন নেই । বাবা বলেন ভক্তি মার্গে এইভাবে স্মরণ করতে করতে, পূজা করতে করতে সিঁড়ির নীচেই নেমে এসেছো, কেননা তা হলো ব্যভিচারী । অব্যভিচারী একজনই, তিনি হলেন শিববাবা । তিনিই বাচ্চারা তোমাদেরকে বোঝান যে, এ কেমন ভুল-ভুলাইয়া খেলা । যে বাবার কাছ থেকে অনন্ত জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তাঁকে স্মরণ করলে মুখের চেহারাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । খুশিতে চেহারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে । মুখে সবসময় স্মিত হাসি থাকে । তোমরা জানো, বাবাকে স্মরণ করলে আমরা এমন হতে পারবো । অর্ধকল্পের জন্য আমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে । এমন নয় যে বাবা করবেন । তা কিন্তু নয়, এটা বুঝতে হবে - আমরা যত বাবাকে স্মরণ করবো, ততই সতোপ্রধান হতে পারবো । এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক কত প্রফুল্ল চেহারা, এমনটাই হতে হবে । অনন্ত জগতের পিতাকে স্মরণ করলে অন্তরে খুশির অনুভব হয় যে আবার আমরা বিশ্বের মালিক হবো । আত্মার খুশির সংস্কার-ই সাথে যাবে । তারপর ধীরে ধীরে কম হতে থাকবে । এই সময় মায়া তোমাদের ভীষণ ভাবে বিভ্রান্ত করে তুলবে । মায়া চেষ্টা করবে তোমাদের স্মরণ ভোলাবার । যাতে সবসময় এমন প্রফুল্ল চেহারায় না থাকতে পারো । নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সময় বিভ্রান্তির শিকার হবে । মানুষ যখন রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন তাকে বলাও হয় শিববাবাকে স্মরণ করো, কিন্তু শিববাবা কে, সেটাই কেউ জানেনা, তবে কি ভেবে স্মরণ করবে? কেন স্মরণ করবে? তোমরা বাচ্চারা জানো, বাবাকে স্মরণ করলে আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবো । দেবী-দেবতারা সতোপ্রধান তাইনা, তাকে বলা হয় দৈবী ওয়ার্ল্ড । মানুষের দুনিয়া বলা হয় না । মানুষ নামটাই থাকে না । বলা হয় অমুক দেবতা । ওটা হলো দৈবী রাজ্য, আর এ হলো হিউম্যান ওয়ার্ল্ড (মানুষের দুনিয়া)। এসবই বোঝার বিষয় । বাবাই এসে বোঝান, তাঁকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর । বাবা অনেক ভাবে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেন । তারপর একদম অন্তিমের মহামন্ত্র দেন - বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা সতোপ্রধান হতে পারবে, আর তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে । কল্প পূর্বেও তোমরা দেবী-দেবতা ছিলে । তোমাদের চেহারা দেবতাদের মতোই ছিল । ওখানে কেউই অযৌক্তিক কথাবার্তা বলতো না । এরকম কোনও কাজই সেখানে হয় না । ওটা হলো দৈবী রাজ্য । এটা হলো হিউম্যান ওয়ার্ল্ড, পার্থক্য আছে, তাইনা । এসবই বাবা বসে বোঝান । মানুষ তো মনে করে দৈবী রাজ্য ছিল লক্ষ বছর হয়ে গেছে । এখানে কাউকে দেবতা বলতে পারো না । দেবতারা তো স্বচ্ছ ছিল । মহান আত্মা দেবী-দেবতাদের বলা হয় । মানুষকে কখনোই বলা যায় না । এ হলো রাবণের দুনিয়া । রাবণ সবচেয়ে বড় শত্রু । এর মতো শত্রু কেউ হয় না । প্রতি বছর তোমরা রাবণকে জ্বালাও । এ কে? কেউ-ই জানেনা । কোনো মানুষ তো নয়, এ হলো ৫ বিকার, সেইজন্যই একে রাবণ রাজ্য বলা হয় । ৫ বিকারের রাজ্য, তাইনা । সবার মধ্যে ৫ বিকার আছে । এই দুর্গতি আর সদ্গতির খেলা তৈরি হয়েই আছে । এখন তোমাদের সদ্গতির সময় সম্পর্কে বাবা বুঝিয়েছেন । দুর্গতির সময় সম্পর্কেও বুঝিয়েছেন । তোমরাই উত্তরণের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠো, তারপর তোমরাই আবার নীচে নেমে আসো । শিবজয়ন্তী ভারতে অনুষ্ঠিত হয় । রাবণজয়ন্তীও ভারতেই অনুষ্ঠিত হয় । অর্ধকল্প হলো দৈবী দুনিয়া, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতার রাজ্য। এখন তোমরা বাচ্চারা সবার বায়োগ্রাফি (জীবন কাহিনী) সম্পর্কে জানো ।

মহিমা যা কিছু সব তোমাদের । নবরাত্রিতে পূজা ইত্যাদি সব তোমাদের জন্য হয়ে থাকে । তোমরাই স্থাপনা করো । শ্রীমতে চলে তোমরা বিশ্বকে পরিবর্তন করো। সুতরাং শ্রীমতে সম্পূর্ণরূপে চলা উচিত, তাইনা । নম্বরানুসারে পুরুষার্থ করে থাকো । স্থাপনা হয়ে চলেছে । এরমধ্যে লড়াই ইত্যাদির কোনও প্রশ্নই নেই । এখন তোমরা বুঝেছ, এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যা সম্পূর্ণ আলাদা । পুরানো দুনিয়ার শেষ, নতুন দুনিয়ার শুরু । বাবা আসেন-ই পুরানো দুনিয়াকে পরিবর্তন করতে । তোমাদের বোঝান তো অনেক কিছুই, কিন্তু বেশিরভাগই ভুলে যায় । ভাষণের পর স্মরণে আসে যে এই এই পয়েন্ট গুলো বোঝাতে হতো । হুবহু কল্পে-কল্পে যেমন স্থাপনা হয়েছিল ঠিক তেমনটাই হতে থাকবে। যে যেমন পদ প্রাপ্ত করেছিল সেটাই প্রাপ্ত হবে । সবাই একইরকম পদ পেতে পারে না । উচ্চ পদের অধিকারী যেমন থাকবে নিম্ন পদের অধিকারীও থাকবে । যে বাচ্চারা অনন্য, তারা অগ্রসর হতে হতে অনেক কিছুই অনুভব করবে - এ বড়লোকের দাসী হবে, এ রাজপরিবারের দাসী হবে । এ বিরাট বড়লোক হবে, যাকে কখনও কখনও রাজপরিবারে আমন্ত্রণ জানানো হবে । সবাইকে তো আমন্ত্রণ করবে না, অনেকেই মুখ দেখানোরও সুযোগ পাবে না ।

শিববাবা ব্রহ্মা মুখ দ্বারা বোঝান। সামনে কী সবাই তাঁকে দেখতে পাবে ! তোমরা এখন বাবার সামনে এসেছো, পবিত্র হয়েছো । এমন কী হয় নাকি যে, অপবিত্র কেউ এখানে এসে বসলো, কিছু শুনলে সেও দেবতা হয়ে যাবে ! যদিও শোনার কিছুটা প্রভাব তো অবশ্যই পড়েই । না শুনলে আর আসবে না । সুতরাং প্রধান বিষয়ই বাবা বুঝিয়ে বলেন - "মন্মনাভব"। এই একটা মন্ত্র দ্বারাই তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যায় । "মন্মনাভব" - এ কথা বাবা বলেন, তারপর টিচার হয়ে বলেন - "মধ্যাজী ভব" । ইনি একাধারে বাবা, টিচার এবং গুরু । এই তিনজন স্মরণে থাকলেও প্রফুল্ল চেহারা থাকবে । বাবা-ই এসে পড়ান, বাবা-ই সাথে করে নিয়ে যান । এমন বাবাকে কতো স্মরণ করা উচিত ! ভক্তি মার্গে বাবাকে তো কেউ জানেই না। শুধু এটুকুই জানে তিনি ভগবান, আমরা সবাই ব্রাদার্স । বাবার কাছ থেকে কি প্রাপ্তি হতে পারে, সেসব কিছুই জানেনা । তোমরা এখন বুঝেছো একজনই বাবা, আমরা ওঁনার বাচ্চারা সব ভাই-ভাই । এ হলো অনন্ত জগতের কথা, তাইনা । সব বাচ্চাদের টিচার হয়ে তিনি পড়াচ্ছেন । তারপর সবার হিসেব নিকেশ মিটিয়ে সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে ফিরে যেতে হবে, নতুন দুনিয়াতে আসার জন্য তিনি তোমাদের যোগ্য করে তোলেন । যারা যোগ্য হয়ে ওঠে, তারা সত্যযুগে আসে । আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের অবস্থা (স্থিতি) সদা একরস আর প্রফুল্ল চেহারা রাখার জন্য বাবা, টিচার আর সদ্গুরু তিনজনকেই স্মরণ করতে হবে । এখান থেকেই খুশির সংস্কার ভরপুর করতে হবে । অবিনাশী উত্তরাধিকারীর স্মৃতিতে চেহারা সবসময় ঝলমল করবে ।

২) শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ বিশ্বকে পরিবর্তন করার সেবা করতে হবে। ৫ বিকারে যে ফেঁসে আছে, তাকে বের করে আনতে হবে । নিজের স্বধর্ম সম্পর্কে পরিচয় দিতে হবে ।

বরদানঃ- সকলের প্রতি নিজের স্নেহের দৃষ্টি আর ভাবনা রেখে সকলের প্রিয় ফরিস্তা ভব

স্বপ্নেও যদি কারো কাছে ফরিস্তা আসে তো কতো খুশী হয়। ফরিস্তা অর্থাৎ সকলের প্রিয়। পার্থিব জাগতিক প্রিয় নয়, অসীম জগতের প্রিয়। যে ভালোবাসে শুধু তার কাছে প্রিয় নয়, সকলের কাছে প্রিয়। যেরকমই আত্মা হোক কিন্তু তোমাদের দৃষ্টি, তোমাদের ভাবনায় স্নেহ থাকবে - একেই বলা হবে সকলের প্রিয়। যদি কেউ ইনসাল্ট করে বা ঘৃণা করে তথাপি তার প্রতি স্নেহের ভাবনা, কল্যাণের ভাবনা যেন উৎপন্ন হয় কেননা সেইসময় সে পরবশে থাকে।

স্লোগানঃ- যে সর্ব প্রাপ্তি দ্বারা সম্পন্ন থাকে সে-ই সদা প্রফুল্লিত, সদা সুখী আর ভাগ্যবান হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;